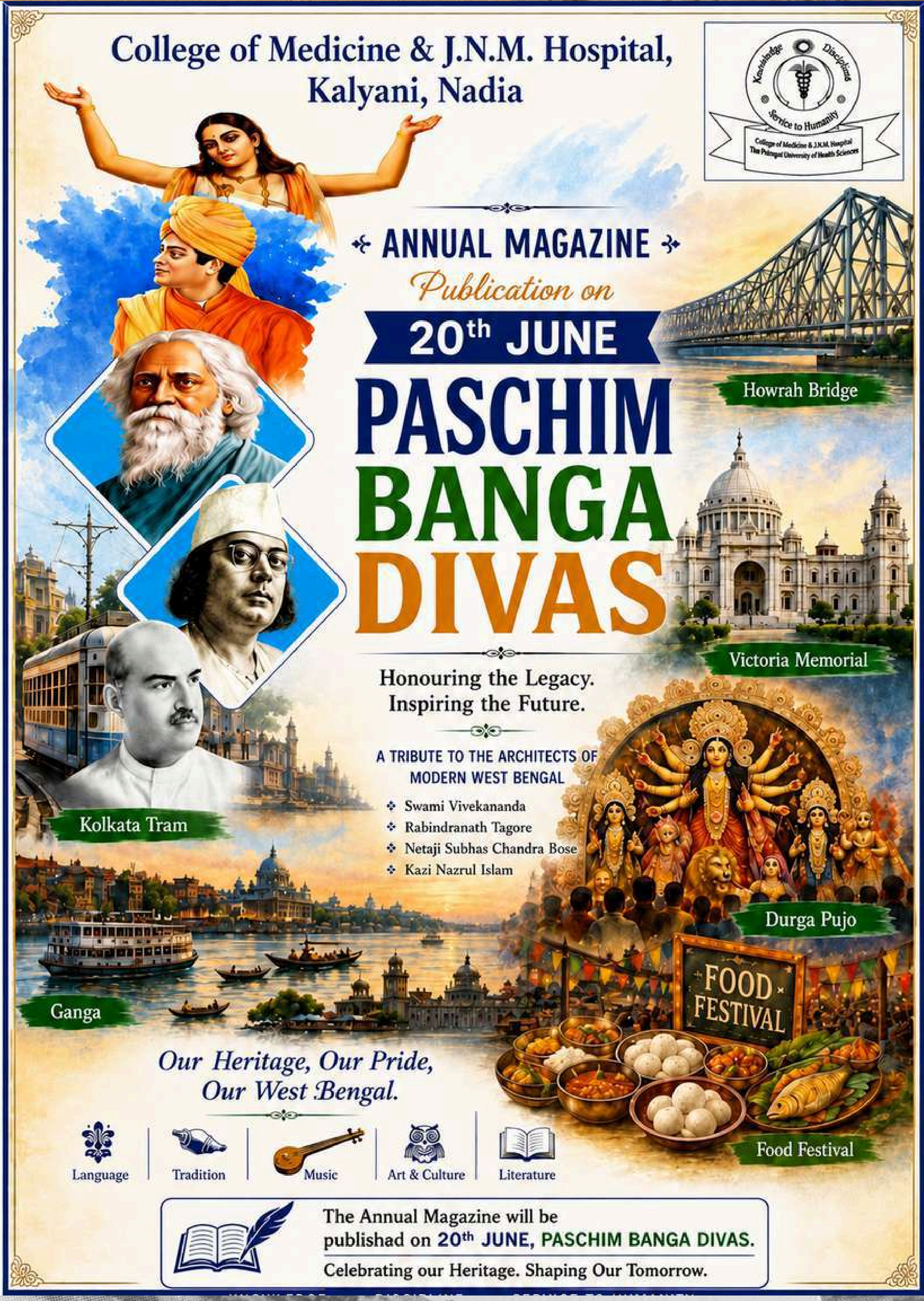
College of Medicine & J.N.M. Hospital, Kalyani, Nadia
ANNUAL MAGAZINE
Publication on
20th JUNE
PASCHIM BANGA DIVAS
Howrah Bridge
Victoria Memorial
Honouring the Legacy. Inspiring the Future.
A TRIBUTE TO THE ARCHITECTS OF MODERN WEST BENGAL
Swami Vivekananda
Rabindranath Tagore
Netaji Subhas Chandra Bose
Kazi Nazrul Islam
Kolkata Tram
Durga Pujo
Ganga
FOOD FESTIVAL
Our Heritage, Our Pride, Our West Bengal.
Food Festival
Language
Tradition
Music
Art & Culture
Literature
The Annual Magazine will be publishad on 20th JUNE, PASCHIM BANGA DIVAS.
Celebrating our Heritage. Shaping Our Tomorrow.

“পশ্চিমবঙ্গ দিবস” ইতিকথা

২০শে জুন কে “পশ্চিমবঙ্গ দিবস” হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনে উপমহাদেশ বিভাজনের সময় ভারতের অভ্যন্তরে বাঙালি হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের পক্ষে ১৯৪৭ সালে বঙ্গ বিধানসভার গৃহীত ঐতিহাসিক প্রস্তাবটিকে স্মরণ করা হয়।

বঙ্গ বিধানসভার ভোটগুলো ছিল তীব্র আলোচনার চরম বিন্দু। বাংলার শেষ প্রিমিয়ার হুসেইন শহীদ সুহরাওয়ার্দী (যিনি পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন) একটি স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব করেছিলেন – একটি একত্রিত স্বাধীন বাংলা যা ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে থাকবে। হুসেইন শহীদ সুহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বঙ্গভাগ করা 'অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক' হবে। কারণ কোলকাতা ও তার শিল্প সম্পদ পশ্চিম ভাগে চলে যাবে। মহম্মদ আলি জিন্না সুহরাওয়ার্দীকে সমর্থন করেন। ১৯৪৭ সালের মে মাসে সুহরাওয়ার্দী এই ব্যাপারে এক প্রেস কনফারেন্স করেন দিল্লীতে ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। মহাত্মা গান্ধী একটি স্বাধীন, অখণ্ড বঙ্গ প্রস্তাব করেন যা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমান ক্ষমতা ভাগাভাগি নিশ্চিত করবে। শরৎ চন্দ্র বোস, একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা, এটি সমর্থন করেন।

তবে, প্রভাবশালী হিন্দু নেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী “হিন্দু মহাসভার” প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি “সুহরাওয়ার্দী – বসু ইউনাইটেড বেঙ্গল এগ্রিমেন্ট” (স্বাধীন, সার্বভৌম বঙ্গ) এর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনের পিছনে উনার যুক্তি ছিল –

১) “সার্বভৌম বঙ্গ” শেষপর্যন্ত “কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন পাকিস্তান” হয়ে যাবে, যা হিন্দুদের মুসলিম লীগের শাসনের অধীনে বাস করতে বাধ্য করবে।

২) মহম্মদ আলী জিন্নার “দ্বিজাতি তত্ত্ব” ব্যবহার করে তিনি যুক্তি দেন যে, যদি মুসলিমদের নিজেদের একটি রাষ্ট্র থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলোরও ভারতেই থাকার অনুমতি দেওয়া উচিত।

৩) ১৯৪৬ সালের আগস্টের “দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং” এবং “নোয়াখালী দাঙ্গা” -র উল্লেখ করে তিনি বলেন যে হিন্দুরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এক অবিভক্ত দেশে নিরাপদে থাকবে না।

১৯৪৭-এর মে মাসে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী স্পষ্টভাবে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখেন যে, ভারতের বাকী অংশ একত্রিত থাকলেও বঙ্গকে ভাগ করা হোক। দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব ও (নেহরু, প্যাটেল) “সার্বভৌম বঙ্গ” পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই ভয়ে যে এটা ভারতের শক্তি কমিয়ে দেবে।

যখন ব্রিটিশ ভারত-ভাগ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন বঙ্গ বিধানসভা বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ২০ শে জুন ১৯৪৭ তারিখে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভোট করেছিল। এই ভোটে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার নিয়ম ছিল যে, তিনটি ভোটের মধ্যে যেকোনো ভোটে যদি কোনো একটি গোষ্ঠী বিভাজনের পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে প্রদেশটি বিভক্ত হয়ে যাবে।

প্রথম ভোটে বিধানসভার যৌথ অধিবেশনে ৯০ জন সদস্য বঙ্গ বিভাগকে সমর্থন করে ভোট দেন (ভারতের সাথে যোগদানের জন্য), আর ১২৬ জন সদস্য বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে ভোট দেন (একত্রিত সার্বভৌম বঙ্গের পক্ষে)। দ্বিতীয় দফার ভোটে মুসলমান সংখ্যাগুরু এলাকার (অবিভক্ত বঙ্গ এর পূর্ব দিকের অঞ্চল) প্রতিনিধিত্ব করা বিধানসভার সদস্যরা বিভাজনের বিরুদ্ধে ১০৬-৩৫ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তৃতীয় দফার ভোট হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকা (অবিভক্ত বঙ্গ এর পশ্চিম দিকের অঞ্চল) থেকে আসা বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে হয়। ডক্টর মুখার্জী এবং তার সহযোগীরা নিশ্চিত করেছিলেন যে, হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের চূড়ান্ত ভোট যেন বিভাজনের পক্ষে ব্যাপকভাবে হয়। সদস্যরা বিভাজনের পক্ষে ৫৮–২১ ভোট দেন (ভারতে থাকার জন্য)। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনার নিয়ম অনুসারে, যেহেতু হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাঞ্চলীয় সদস্যরা বিভাজনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাই অবিভক্ত বঙ্গকে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তটি আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ভারতের “পশ্চিমবঙ্গ” রাজ্য জন্মের সূচনা হয়।

ডাঃ মনিদীপ পাল
অধ্যক্ষ

Title: The Crucible of Bengal: From Partition to a Shared Destiny

June 20th stands not just as a date on a calendar, but as a profound intersection of triumph, trauma, and resilience for West Bengal. As we mark Bengal Day, we are called to look into the mirror of history—not merely to look back at what we lost, but to remember who we became in the crucible of our darkest hours.

The story of modern Bengal is inextricably bound to the scars of Partition. The carving of lines through a vibrant, unified land tore apart a synchronized cultural fabric, turning a shared home into an overnight borderland. For millions, the dawn of independence arrived wrapped in the terrifying darkness of displacement. Overnight, families were uprooted, forced to abandon ancestral homes, fields, and memories with nothing but the clothes on their backs and the bitter grief of exile.

Yet, the true defining spirit of Bengal lies in the relentless struggle of those immigrants. Facing unimaginable trauma, deprivation, and the cold indifference of refugee camps, these resilient souls refused to be broken. They rebuilt their lives from the absolute dust. Through sheer grit, intellectual fervor, and an unyielding will to survive, they didn't just assimilate—they infused West Bengal with a fierce vitality, reshaping its culture, its literature, and its political consciousness. Their struggle is the bedrock upon which our modern state stands.

We must also remember that this resilience was forged long before the borders were drawn. Bengal was the fiery nerve center of India’s freedom movement. From the thunderous anti-partition ripples of 1905 to the radical defiance of Netaji Subhas Chandra Bose and the quiet, resolute sacrifices of countless young revolutionaries, Bengal’s soil has always been nurtured by the blood of those who valued liberty above life itself.

P.T.O.

Today, as we look to the future, the legacy of that struggle demands a profound collective introspection. The history of Bengal is a stark reminder of the devastating cost of division. Our past teaches us that when we are fractured along lines of identity, faith, or origin, it is the common humanity of our people that pays the price.

The true celebration of West Bengal lies in fostering an unbreakable sense of social cohesion, deep fraternity, and enduring brotherhood. Our language, our shared heritage, and our rich syncretic culture have always been our greatest strengths. Let us pledge to guard this unity fiercely. In our neighborhoods, universities, and workplaces, let compassion defeat prejudice, and let solidarity replace suspicion.

West Bengal's heart beats loudest when it beats for all its people. By honoring the struggles of our ancestors and embracing one another with empathy and respect, we ensure that the trauma of the past is permanently transformed into a triumphant promise of a shared, peaceful, and inclusive tomorrow.

DR. SOUMYAJYOTI BANDYOPADHYAY
ADDITIONAL MEDICAL SUPERINTENDENT

আজকের এই বিশেষ দিনে, ভারতের এক মহান সুপুত্র, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিন হিসেবে তোমাদের সামনে তাঁর জীবন, আদর্শ এবং অবদানের কথা বলতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেবল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না; তিনি ছিলেন শিক্ষার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এত অল্প বয়সে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর মেধা, নেতৃত্বগুণ এবং দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে।

তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে শিক্ষা কেবল ডিগ্রি অর্জন বা চাকরি পাওয়ার মাধ্যম নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করে, চিন্তাকে প্রসারিত করে এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। একজন শিক্ষিত মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার জ্ঞান নয়, বরং সেই জ্ঞানকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে ব্যবহার করার ক্ষমতা।

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা, ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের জীবন থেকে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি।

প্রথমত, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানুষকে শুধু সফল নয়, সৎ, দায়িত্ববান এবং মানবিক করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, সাহসিকতা ও সততা। নিজের আদর্শ, নীতি এবং দেশের স্বার্থে তিনি কখনো আপস করেননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, জাতীয় সংহতি। ভারতের অখণ্ডতা, ঐক্য এবং সুরক্ষার প্রশ্নে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি সবসময় তরুণ সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আজ তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান, তোমরা কেবল পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখো না। জ্ঞান অর্জন করো, প্রশ্ন করতে শেখো, চিন্তা করতে শেখো এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হও। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করো।

আমরা যেন আজ এই অঙ্গীকার করি যে, নিজেদের শিক্ষা, শ্রম এবং সততার মাধ্যমে আমরা দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করব। একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি একজন সংবেদনশীল, দায়িত্ববান এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলব।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ আমাদের পথ দেখাক, আমাদের অনুপ্রাণিত করুক এবং আমাদের মধ্যে দেশসেবার চেতনা আরও শক্তিশালী করুক।

ধন্যবাদ।

ডাঃ দেবলীনা সরকার
ডেপুটি ডিন

Dr. Shyama Prasad Mukherjee's Vision: Not Partition as Ideal, but Partition as Defense

It is crucial to understand that Dr. Shyama Prasad Mukherjee, did not advocate partition as a political idea. He saw it as a necessary defense against religious nationalism. His position was: "Partition is not our goal", but if partition is inevitable to save Hindus from persecution, then we must accept it.

The vindication of foresightness of Dr. Shyama Prasad Mukherjee's "partition before partition" was not a celebration of division. It was a strategic defense against religious nationalism. His foresight saved Bengali Hindus from persecution, preserved Bengali Hindu civilization, and made West Bengal a refuge for 10 million displaced Hindus.Today, as Bangladesh's Hindu minority still faces persecution, Mukherjee's foresight is vindicated. Without his struggle, Kolkata would be in Pakistan, Bengali Hindus would be persecuted, and Bengali Hindu civilization would face annihilation.

Modern day West Bengal is Mukherjee's legacy: a Bengali Hindu homeland that preserved civilization against religious nationalism. His foresight was not about partition as an ideal, but about survival against extinction. The tragedy is that history remembers Mukherjee as a "partitionist," not as a savior of Bengali Hindus. His foresight saved 28 million lives. His legacy is West Bengal's survival. Dr. Shyama Prasad Mukherjee died in 1953, but his foresight lives in every Bengali Hindu who continues to practice their religion, celebrate their festivals, and preserve their civilization in West Bengal. Without his "partition before partition," none of this would exist.

On this **Paschimbanga Divas** , I express my deepest respect and admiration for the son of this great land.

Prof. Dr. Soubhagya Ranjan Nayak
Department of Anatomy
COM & JNMH, Kalyani, WBUHS
West Bengal-741235

West Bengal is not merely a state; it is a grand storybook where every page carries the fragrance of courage, culture, and creativity. On West Bengal Day, we celebrate a land that has gifted India poets, scientists, freedom fighters, artists, and enough sweets to challenge every diet plan ever invented!

From the intellectual awakening of the Bengal Renaissance to the thunderous voices of the freedom movement, Bengal has always stood at the forefront of change. Visionaries like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Subhas Chandra Bose and Rabindranath Tagore showed the nation that ideas can be as powerful as armies.

Yet Bengal's greatness is not found only in history books. It lives in the morning tea shared at roadside stalls, in the rhythm of the dhak during Durga Puja, in the determined student preparing for examinations, and in the farmer nurturing the fertile soil of the Ganges delta.

There is a famous Bengali spirit known as adda—the art of conversation. Only in Bengal can a five-minute discussion about cricket somehow become a two-hour debate on philosophy, literature, politics, and whether rosogolla tastes better chilled or fresh!

West Bengal teaches us a timeless lesson: progress and tradition can walk together. A land that produced Nobel laureates and revolutionaries also reminds us to pause, enjoy a cup of tea, and appreciate life's simple joys.

On this West Bengal Day, let us celebrate the state that thinks deeply, dreams boldly, and smiles warmly. May its legacy continue to inspire future generations to learn fearlessly, work honestly, and serve humanity with compassion.

Shubho West Bengal Day! May the spirit of Bengal continue to illuminate India with knowledge, culture, and hope.

Dr.Nilay Kumar Das

২০ জুন, ১৯৪৭ — ইতিহাসের এক বিস্মৃত দিন

মানুষ কি স্বেচ্ছায় এই দিনটিকে ভুলে গিয়েছিল? হয়তো নয়। বরং একে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল—ইচ্ছাকৃতভাবে, প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে। ইতিহাসের প্রচলিত পাঠে এই দিনের উল্লেখ ছিল না। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিদেশের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হলেও, নিজেদের রাজ্যের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অজানাই থেকে গেছে।

তবে কথায় আছে, সত্যকে চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায় না। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একদল সত্যসন্ধানী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ধামাচাপা পড়া ইতিহাসের ধুলো সরানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন—কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা নীরবে।

সেই নীরবতারও কারণ ছিল। ইতিহাসের এই অধ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করলেই বই নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকত, আর লেখকদের অনেক সময় প্রশাসনিক রোষ ও নিপীড়নের শিকার হতে হতো।

ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব যখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নিল, তখন হিন্দু বাঙালির সামনে এক গভীর অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়। কারণ, অবিভক্ত সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সামনে আসে।

যাঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা ভবিষ্যতের অশনিসংকেত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল—হিন্দু বাঙালির অস্তিত্ব সংকট দেখা দিতে পারে, সাম্প্রদায়িক হিংসা ও নির্যাতন অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। এই আশঙ্কা নিছক অনুমান ছিল না; তার পেছনে ছিল সাম্প্রতিক ইতিহাসের নির্মম অভিজ্ঞতা। কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে কিংবা লক্ষ্মীপূজার রাতের নোয়াখালীর বিভীষিকা তখন কারও অজানা ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে বাঙালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে সামনে এগিয়ে আসেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তাঁর দাবি ছিল—বাংলার পশ্চিমাংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দু বাঙালির জন্য একটি নিরাপদ ভূখণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। এই আন্দোলনে তাঁকে প্রত্যক্ষ সমর্থন করেছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদার, ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি।

P.T.O.

তাঁদের প্রচেষ্টায় জনমত গড়ে ওঠে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। অবশেষে আসে ২০ জুন, ১৯৪৭। বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র বাংলার জনপ্রতিনিধিদের ভোটে (১২৬–৯০) অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত গৃহীত হয়। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের পৃথক ভোটাভুটিতে (৫৮–২১) কলকাতাসহ বাংলার পশ্চিমাংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে কংগ্রেসের বহু হিন্দু জনপ্রতিনিধিও পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, অজ্ঞাত কারণেই তাঁরা এই প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। তাঁদের শাসনকালেও ইতিহাসের এই অধ্যায় কার্যত আড়ালেই থেকে যায়।

তবে সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো—সময় বদলায়। আজ সেই সময় বদলেছে। তাই ইতিহাসও নিজের শক্তিতে আবার তার প্রাপ্য স্থান ফিরে পেতে চলেছে।

যে জাতি নিজের ইতিহাস ভুলে যায়, কিংবা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তার অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও অনেকেই সেই বাস্তবতার প্রতিফলন দেখেন। গত কয়েক দশকে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ক্ষেত্রে রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস কারও অজানা নয়।

অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন বাঙালির মেরুদণ্ড সোজা করে এগিয়ে চলার সময়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে বর্তমানের সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে হবে।

২০ জুন, ২০২৬ - আরেকটা পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দিন। তবে এবারের তাৎপর্য ভিন্ন। স্বাধীনতার পর ৭৯ বছরে এই প্রথম সরকারি উদ্যোগে দিনটি পালিত হতে চলেছে।

এই দিনটি নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে নতুনভাবে জানার দিন। আত্মপরিচয়ের শিকড়কে পুনরাবিষ্কারের দিন। বাঙালির গরিমা ও আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের শপথ গ্রহণের দিন।

DR. AYON BASAK

History of Lady Doctors of Bengal: Pioneers of Women’s Medical Education

Paramita Bhattacharya, Assoc.Professor, Dept.of Medicine, COMJNMH,WBUHS,Kalyani

The history of lady doctors in Bengal reflects a remarkable journey of courage, social reform, and professional excellence. In the nineteenth century, when women’s education faced strong social resistance, Bengal emerged as a pioneering region in promoting female participation in medicine.
The movement began during the Bengal Renaissance, which encouraged women’s education through the efforts of reformers such as Raja Rammohan Roy and Ishwar Chandra Vidyasagar. The establishment of the Calcutta Medical College in 1835 laid the foundation for modern medical education, although women were initially excluded from admission.
A landmark breakthrough came with **Dr. Kadambini Ganguly** (1861–1923), one of the first women graduates of the British Empire and among the earliest practicing female physicians in South Asia. After graduating from the University of Calcutta, she was admitted to Calcutta Medical College and later obtained further qualifications in the United Kingdom. Her success challenged prevailing gender barriers and inspired generations of women to pursue medicine.

Dr. Haimabati Sen (1866–1933),

Another notable contemporary was **Dr. Virginia Mary Mitra** (1865–1945), who became one of the first women to earn a medical degree from Calcutta Medical College. She served in several hospitals and contributed significantly to women’s healthcare in Bengal. Together, Kadambini Ganguly and Virginia Mary Mitra demonstrated that women could excel in professional medicine despite societal opposition.
Among the early pioneers was **Dr. Haimabati Sen** (1866–1933), whose autobiographical writings provide valuable insight into the struggles faced by women physicians in colonial India. Her life illustrates the challenges of balancing professional responsibilities with restrictive social norms.

P.T.O.

Dr. Sundari Mohan Das (1857–1950): An early visionary, she served as the first principal of the Calcutta National Medical College. Her immense efforts not only helped train female medical workers but also ensured institutional backing for women entering the medical sciences during the early 20th century.

The growth of female medical education accelerated during the late nineteenth and early twentieth centuries. Institutions such as Lady Dufferin Hospitals promoted the training and employment of women doctors to provide healthcare for women who observed purdah and preferred female physicians. This initiative substantially improved access to maternal and child healthcare.

Following Indian independence, Bengal witnessed a rapid increase in women entering medical colleges. Female physicians assumed leadership roles in clinical medicine, medical education, research, and public health. Distinguished women doctors from Bengal have contributed significantly to specialties ranging from obstetrics and gynecology to internal medicine, pediatrics, and rheumatology.

Today, women constitute a substantial proportion of medical students and practitioners across West Bengal. Their achievements reflect the legacy of pioneers such as Kadambini Ganguly, Virginia Mary Mitra, and Haimabati Sen, whose determination transformed the landscape of healthcare and women's education. The history of lady doctors in Bengal is therefore not merely a medical narrative but also a story of social emancipation, professional excellence, and enduring inspiration.

References (Vancouver Style)

1. Forbes G. Women in Modern India. Cambridge: Cambridge University Press; 1996.
2. Ganguly J. Kadambini Ganguly and the Bengal Renaissance. Kolkata: Progressive Publishers; 2010.
3. Sen H. The Memoirs of Dr Haimabati Sen. New Delhi: Zubaan Books; 2012.
4. Basu A. Female education and social reform in Bengal. Kolkata: Firma KLM; 1990.
5. Arnold D. Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India. Berkeley: University of California Press; 1993.

DR.PARAMITA BHATTACHARYA

একালের দধীচি শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরাণে দধীচী মুনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে নিজ দেহের অস্থি দ্বারা অসুর বধের অস্ত্র দেবতাদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। সেইরকম আত্ম বলিদান দেখা যায় ভারত কেশরী শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনেও।

বাংলার বাঘ উপাধিতে ভূষিত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বনামধন্য এবং সুযোগ্য সন্তান তিনি। প্রাক যৌবনকালেই তাঁর সহধর্মিণী তিনটি সন্তানের মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেন।কিন্তু, সন্তানাদির দেখভালের সাথেই তিনি বিদ্যা চর্চা, সমাজ তথা দেশসেবায় সর্বাত্মক রূপে ব্রতী হয়েছিলেন।প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীমতি লীলা মজুমদারের বয়ানে তাঁরসহৃদয়তা পরিচয় পাওয়া যায়। অতি স্বল্প বয়সে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ লিলাদেবীকে তিনি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তার যোগ্যতা দেখে, বয়স দেখে নয়।

তিনি অবিভক্ত বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দু -বৌদ্ধ- খ্রিষ্টান- আদিবাসী/উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় লীগ নেতৃত্বের মন্ত্রি সভায় যোগদান করেছিলেন কেবলমাত্র এই ৪৬% জনগনের প্রতিনিধি শূন্যতা বাধাদান করতে এবং তৎসহ পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখতে। এর জন্য তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবনের ক্ষতিসাধনের কথা তিলমাত্র পরোয়া করেন নি, বিশেষত প্রধান বিরোধী দলটির ব্যক্তিগত কুৎসা তাকে টলাতে পারেনি। আবার স্বল্প কালীন পরে, মন্বন্তরের সময়কালে লীগ নেতৃত্বের ও বৃটিশ রাজের অব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন এবং ত্রাণের কার্যে আত্মনিবেদন করেন। পরবর্তীতে “ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং” প্রতিরোধ, ত্রাণ বিনিময়ে এবং নোয়াখালীর পীড়িত সংখ্যালঘুর উদ্ধারকার্যেও ঝাপিয়ে পড়েন। যদিও পাদপ্রদীপের আলোয় আসার অভীপ্সা ছিল না তাঁর কোনোদিনও। তাঁর এবং আরও কয়েকজন মহামানবের (দল নির্বিশেষে) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলা নামক বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পায় পশ্চিমবঙ্গ বাসী, পূর্ববঙ্গের বিতাড়িত সকাল সংখ্যালঘুর আশ্রয় নিতে ২৯% অবিভক্ত বাংলার ভূমিতে গড়ে ওঠা এই আমাদের রাজ্যে। পরবর্তীতে কিছু “অতি প্রগতিশীল , অতি বাঙালি “ বুদ্ধিজীবীগণ দ্বারা শ্রী শ্যামাপ্রসাদ এমনকি নিন্দিত হয়েছেন সংখ্যালঘু বাঙালির বাসভূমি উপহার দেওয়ার জন্য! অবশ্যই স্বাধীনতার সময়ের ৯৮% বৌদ্ধ – হিন্দু – উপজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান দশা(বহিরাগত সমতলের সেটলার সেখানে আজ সংখ্যাগুরু), বা তৎকালীন “সংখ্যালঘু অধ্যুষিত” খুলনা জেলা বা সিন্ধ প্রদেশের দেশীয় রাজ্য অমরকোট প্রভৃতিতে বর্তমান অবস্থা দেখলে , অবিভক্ত বাংলার পরিণতি কী হওয়ার ছিল না অননুমেয় নয়।

ভারাতকেশরী শ্যামাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়ের অন্তিম আত্মত্যাগ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে কেবল আপামর ভারতীয় নাগরিক নয়, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীগণকে জম্মু ও কাশ্মীরের নাগরিক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদে কাশ্মীর যাত্রা, নিষ্ঠুর রূপে তীব্র শীতে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ, সঠিকভাবে চিকিৎসা না করানো এবং এমনকি   ব্যাহত করা, ফলস্বরূপ তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে । এইভাবেই তিনি কেবল পশ্চিম বঙ্গের বাঙালির নন, আপামর ভারত বাসীর স্বার্থে নিজের প্রাণ টুকুও অকাতরে বিলিয়ে দিলেন। শেষ মুহূর্তে শুধু এটুকুই মনে কান্নার রেশ রেখে যায়, তাঁর অসহায় জননী যোগমায়া দেবীর প্রতিবাদপত্রে, যেখানে তিনি তাঁর সন্তানের রহস্যঘেরা অকালমৃত্যুর সত্য উদঘাটনে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য(জম্মু ও কাশ্মীর) সরকারের তড়িঘড়ি হৃদ রোগ ঘটিত মৃত্যুর দাবিকে সর্বাত্মককরণে প্রত্যাখ্যান করেন।

DR. KINGSUK SARKAR

Paschimbanga: Heritage, Harmony and Horizons

Dr. Saraswata Das
Associate Professor, Dept. of Radiodiagnosis, COMJNMH Kalyani

West Bengal, fondly known as Paschimbanga, is a land where history, culture, and progress converge to create a unique identity. From the majestic Himalayas in the north to the mangrove forests of the Sundarbans in the south, the state showcases a rich tapestry of natural beauty and cultural diversity.
The heritage of Paschimbanga is deeply rooted in its contributions to literature, art, science, and the freedom movement. Visionaries such as Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, Netaji Subhas Chandra Bose, Jagadish Chandra Bose and Satyendra Nath Bose have left an indelible mark on India and the world. Historic monuments, vibrant folk traditions, and classical arts continue to preserve the legacy of generations past.

Harmony is the soul of Bengal. People of different religions, languages and communities have lived together for centuries, celebrating each other's festivals and traditions. Whether it is Durga Puja, Eid, Christmas or Poila Boishakh, the spirit of unity and mutual respect strengthens the social fabric of the state.

At the same time, Paschimbanga looks confidently toward new horizons. Advances in education, healthcare, technology, industry, and sustainable development are shaping a brighter future. The energy and creativity of its youth, coupled with a strong intellectual tradition, continue to drive innovation and progress.

As we celebrate Paschimbanga Divas, let us take pride in our heritage, cherish our harmony and embrace the horizons of opportunity that lie ahead. Together, we can build a prosperous, inclusive and vibrant Bengal for generations to come.

DR. SARASWATA DAS

By DR. SANGHAMITRA MUKHERJEE

By DR.RITUPARNA DAS

By Dr.Kushal Chatterjee

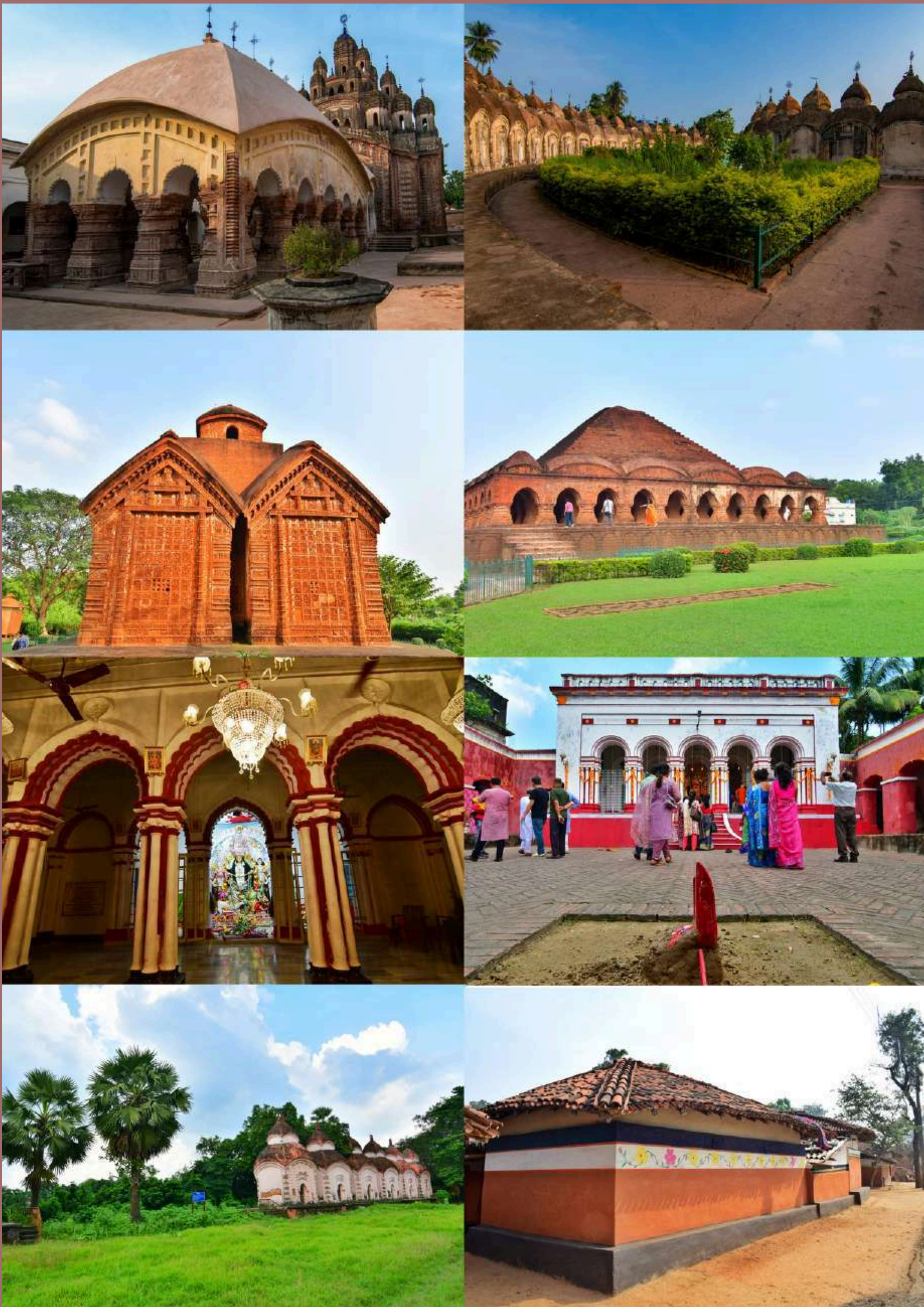

By DR.RITUPARNA DAS

By DR.RITUPARNA DAS

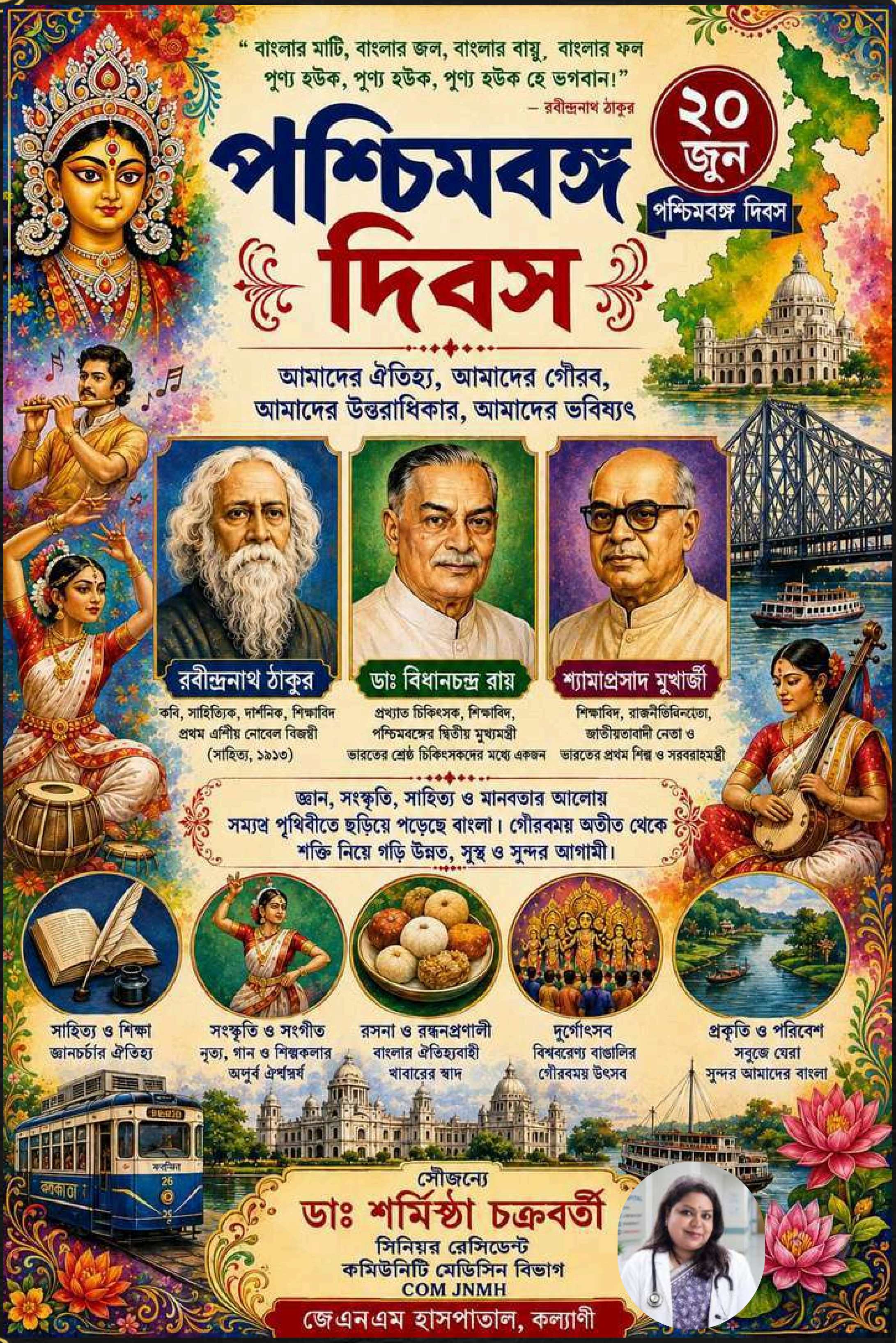
" বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান! "
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২০ জুন
পশ্চিমবঙ্গ দিবস
পশ্চিমবঙ্গ
দিবস
আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরব,
আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ভবিষ্যৎ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ
প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী
(সাহিত্য, ১৯১৩)
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
প্রখ্যাত চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ,
পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী
ভারতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের মধ্যে একজন
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ্‌তো,
জাতীয়তাবাদী নেতা ও
ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী
জ্ঞান, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মানবতার আলোয়
সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা। গৌরবময় অতীত থেকে
শক্তি নিয়ে গড়ি উন্নত, সুস্থ ও সুন্দর আগামী।
সাহিত্য ও শিক্ষা
জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য
সংস্কৃতি ও সংগীত
নৃত্য, গান ও শিল্পকলার
অপূর্ব ঐশ্বর্য
রসনা ও রন্ধনপ্রণালী
বাংলার ঐতিহ্যবাহী
খাবারের স্বাদ
দুর্গোৎসব
বিশ্ববরেণ্য বাঙালির
গৌরবময় উৎসব
প্রকৃতি ও পরিবেশ
সবুজে ঘেরা
সুন্দর আমাদের বাংলা
কলকাতা
26
সৌজন্যে
ডাঃ শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী
সিনিয়র রেসিডেন্ট
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ
COM JNMH
জেএনএম হাসপাতাল, কল্যাণী

Paschimbanga Divas

June 20 was an act of surgical amputation performed without anesthesia. It was not a day of grand democratic triumph, but a desperate salvage operation born out of the total collapse of human trust and communal coexistence.

The Illusion of a "United Bengal"

The most romanticized myth of 1947 is that Bengal could have remained an independent, undivided, sovereign nation. Leaders like Huseyn Shaheed Suhrawardy and Sarat Chandra Bose championed this dream, but the harsh reality is that it was dead on arrival.

To the average Bengali Hindu, Suhrawardy's sudden turn toward "secular unity" smelled of political opportunism. Only a year earlier, in August 1946, his administration had looked the other way—and by many accounts, actively facilitated—the *Great Calcutta Killings*, which left thousands of Hindus dead. This was followed by the systematic targeting of Hindus in the *Noakhali riots*.

The psychological trauma of these events made coexistence impossible. The Hindu majority in western Bengal concluded that a united, independent Bengal—which would possess a permanent Muslim demographic majority—was simply a back-door route into a fundamentalist Pakistan. They did not vote for partition because they hated their land; they voted for partition because they were terrified of annihilation.

The False Promise of Solidarity

The most tragic casualty of June 20 was the collapse of alternative political ideals, specifically the Dalit-Muslim alliance envisioned by Jogendra Nath Mandal. Mandal correctly identified that upper-caste Hindu elites (*bhadralok*) dominated the Congress and the Hindu Mahasabha, often exploiting lower-caste Namasudras. He believed that lower-caste Hindus and Muslims shared a common class struggle and should unite under Pakistan.

The harsh reality proved that in times of extreme religious polarization, class and caste solidarity dissolve instantly. The moment the borders were drawn, the Pakistani state apparatus turned on its minority populations, regardless of their caste. The lower-caste Hindus who stayed in East Pakistan on Mandal's assurance bore the absolute brunt of post-partition violence and economic disenfranchisement. Mandal's ultimate realization of this betrayal forced him to flee to India in 1950, leaving his followers behind to face decades of systemic persecution.

The Elites Decided, the Subaltern Bled

While the 231 members of the Bengal Legislative Assembly sat in the grand, air-conditioned chambers of the Assembly House in Calcutta casting their clean numeric votes (58 to 21 in the non-Muslim session), they were sealing the fate of millions who had no say in the matter.

The ultimate hypocrisy of the June 20 partition is that those who negotiated the borders were the least affected by them. The wealthy, educated, upper-caste elites of Bengal had the capital, connections, and mobility to transfer their wealth, buy property in Calcutta, and secure administrative jobs in the new government of West Bengal.

The actual price of the partition was paid by the subaltern—the poor peasants, fishermen, and laborers. Millions of people suddenly became foreigners overnight in their own ancestral villages. They were forced across the border with nothing but the clothes on their backs, packed into squalid, disease-ridden refugee colonies like Sealdah station and Cooper's Camp. For these people, June 20 did not grant a homeland; it permanently fractured their families, stripped them of their dignity, and condemned their descendants to generations of displacement.

June 20, 1947, was the day Bengal chose a broken house over a burning one.

West Bengal was not created out of an idealized vision of statehood, but as a heavily compromised sanctuary. Syama Prasad Mookerjee and the Congress high command did not "divide" Bengal out of malice; they accepted a truncated piece of land because the alternative was losing the entire region, including Calcutta, to a state that had already proven it could not, or would not, protect its minorities. It remains a foundational moment defined entirely by trauma, betrayal, and the cold, unyielding arithmetic of religious polarization.

Dr.Somnath Banerjee

অর্ধ ক্ষুধা

চারদিন থেকে খিদের জ্বালায় ধুকছে বিমল,
পেটের ভিতর মস্ত প্রলয়,
মাথা ঝিম ঝিম ভাব।
মুখমণ্ডল শুকনো তাহার,
দাড়ানোয় দরিদ্রতার ছাপ।
বউ তাহার জীর্ণ সোনা,
যেনো শুকনো আকাশে মেঘের কণা।
পেটে আর এক প্রাণ।
খিদের জ্বালায় সেও ক্ষান্ত,
চারিদিকে চেয়ে ও ক্লান্ত।
নিজের জীবন নিয়েই ভাটা,
দিনে জোটে না একটাও সজনের ডাটা।
তলপেটের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠা।
এদিকে নিজের প্রাণ কুণ্ঠাগত।
বাঁচবে কি প্রাণ এর ভিতর প্রাণ?
পারবে কি নবাগত কুঁড়িটা,
নিতে এক আকাশ ভরা ঘ্রাণ।
বিমল গেল এক কাজের খোঁজে,
যাতে আড়াই প্রাণের ক্ষুধা ঘোচে।
সারাদিন মিলল লাঞ্ছনা বঞ্চনা,
জুটলো না তো কোনও কাজ।
লঙ্গরখানাতেও কত চুরি আর কত কারসাজ।
দুর্ভিক্ষে ধুকছে সবাই।
ফেরায় সময় দেখলে বিমল,
এক পথের ধারে বাধা মহিষ,
ক্ষুধার জ্বালায় ছুটল ছিড়ে দড়ি।
সটান গিয়ে উল্টে দিল পাশের বাড়ির ফ্যানের হাড়ি।
ক্লান্ত মুখ নিয়ে বিমল ফেরে বাড়ি।
বউ শুধায় সারাদিনে মিলল কি দু এক কড়ি?
লঙ্গরখানাতেও পেলে না কিছু!
শুকনো মুখে বিমল বলে গিয়েছিনু আমি সাত সাত বার।
ওরা মেরে নিলো তোমার পেটের বাচ্চাটার খাবার ।।

MD SAHID AFRIDI
13TH BATCH

By Subhadeep Mallick

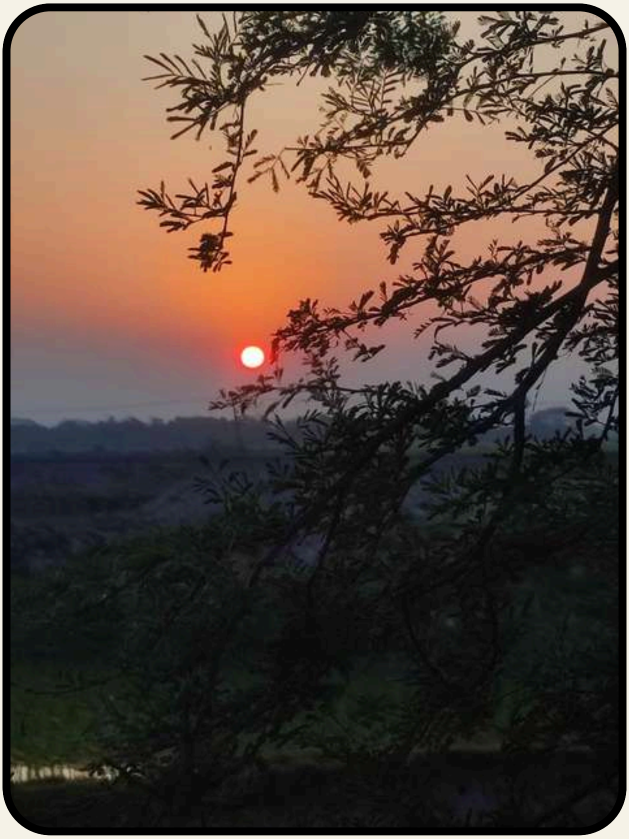

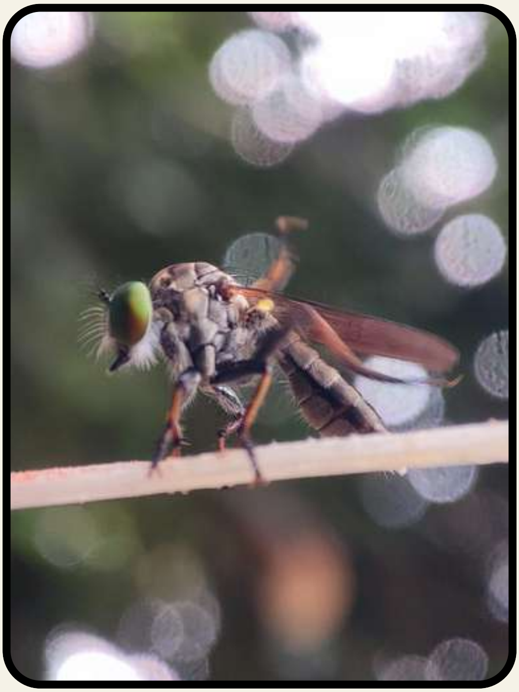

By F Jannat

বাংলা ও বাঙালি

বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাঙালি আমার পরিচয়,
বাংলা মায়ের স্নেহের ছোঁয়ায়, জীবন যেন মধুময়।
রবীন্দ্রের কবিতাতে আর নজরুলের বিদ্রোহী সুরে,
বাংলা যেন প্রাণের স্পন্দন, বেজে চলে হৃদয় জুড়ে।
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, লালনের ওই মরমী সুর,
জুড়ায় যেন চক্ষু-কর্ণ, জীবন করে আরও মধুর।
বঙ্কিমের ‘বন্দে মাতরম্’ আর শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি,
বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনমেলা, প্রসারিত করে আমার দৃষ্টি।
বিবেকানন্দের অগ্নিবাণী জাগাল বিশ্বমানব প্রাণ,
নেতাজির ‘দিল্লি চলো’ আজও করে যায় আহ্বান।
জগদীশের গবেষণা আর সত্যেন্দ্রনাথের অবদান,
বিশ্বের মাঝে চেনায় মাকে, মুখখানি তার চির অম্লান।
মায়ের কোলে জন্ম আমার, আর কোথাও না মন টানে,
কথা বলি মধুর ভাষায়, স্বপ্ন বুনি প্রাণের গানে।
শত মনীষীর ত্যাগ ও সাধনা, তাঁদের অবদান সবাই জানে,
ক্ষুদিরামের হাসিমুখ আজও সাহস জোগায় তরুণ প্রাণে।
‘বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য’ যেমন ভারতের এক অমূল্য ধন,
সবাই মিলে মহান ভারত, বাংলা যেন তার হৃদস্পন্দন।
বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাঙালি আমার পরিচয়,
বাংলা মায়ের স্নেহের ছোঁয়ায়, জীবন যেন মধুময়।

MILTON BALA

রূপসী বাংলার বন্দনা

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপখুঁজিতে যাই না আর..."

কবি জীবনানন্দ দাশের এই অমোঘ বাণীই প্রমাণ করে বাংলার রূপ ও রূপান্তরের ব্যাপ্তি। পশ্চিমবঙ্গ শুধু একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, এটি হলো শক্তি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত মহাকাব্য। হাজার বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে এই বাংলা আজও তার আপন মহিমায় উজ্জ্বল। বাংলার উত্তরে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপোলি মুকুট, আর দক্ষিণে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাস—এই দুইয়ের মাঝে নদীমাতৃক বাংলার সবুজ মায়াজাল যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করে।

এই বাংলা একদিকে যেমন শক্তির সাধক, অন্যদিকে তেমনই শান্তির পুণ্যভূমি। এটি যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ক্ষুদিরামের মতো বীর বিপ্লবীদের রক্তে রাঙানো রণংদেহী শক্তির প্রতীক, তেমনই শ্রীচৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের উদার প্রেম ও ভালোবাসার এক পরম শান্তির নীড়।
এখানে তরবারি আর একতারা হাত ধরাধরি করে চলে।

বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম মধুরতম ভাষা হলেও, এর আসল মিষ্টতা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক টানে। রাঢ় অঞ্চলের সেই মিষ্টি সুর— "ক্যানে গো, কুথাকে যাওয়া হচ্ছে এত সকালে?" কিংবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী টান— "মুই তোমাক খুব ভালোবাসোং, বাহে।"—এই ভিন্ন ভিন্ন সুর আসলে বাংলার মাটির একেকটি নিজস্ব রাগিণী।

"বারো মাসে তেরো পার্বণ বাঙালির ঘরে,আনন্দ আর কোলাহলে মন যে নেচে ওঠে।"
ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পাওয়া শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে ঈদ, ক্রিসমাস বা ছটপূজা—এখানে প্রতিটি উৎসবই সর্বজনীন
লাল পেড়ে সাদা শাড়িতে বাঙালি নারী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপ, আর পুরুষদের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। শান্তিপুরের তাঁত, বিষ্ণুপুরের বালুচরী কিংবা মুর্শিদাবাদের সিল্কের পোশাক বাংলার কুটির শিল্পের এক মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

খাদ্যরসিক হিসেবে বাঙালির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। দুপুরের মেনুতে সর্ষে ইলিশ, চিংড়ির মালাইকারি আর শেষপাতে কলকাতার রসগোল্লা, নবদ্বীপের লাল দই কিংবা কৃষ্ণনগরের সরভাজা ছাড়া বাঙালির রসনাতৃপ্তি সম্পূর্ণ হয় না। তবে এই খাবারের চেয়েও মধুর হলো বাঙালির আতিথেয়তা। 'অতিথি দেবো ভবঃ' মানসিকতা নিয়ে এক গ্লাস জল আর এক টুকরো বাতাসা দিয়েও অচেনা পথচারীকে আপন করে নেওয়ার যে অদ্ভুত আন্তরিকতা, তা পৃথিবীর আর কোথাও মেলা ভার। ধর্ম ও জাতের বেড়া ভেঙে পাড়ার রকের আড্ডা আর চায়ের কাপের তুফান বাঙালির অটুট মিলবন্ধনের প্রতীক।

ট্রেনের কামরায় বা রাস্তার মোড়ে কয়েক মুহূর্ত আগে পরিচিত হওয়া ভিন্ন রাজ্যের কোনো মানুষকেও যখন বাঙালি হেসে জিজ্ঞেস করে— "কী গো দাদা, কোথা থেকে আসছেন?"—আর দেখতে দেখতে তাকে নিজের আপন দাদা বানিয়ে ফেলা , 'কালা জাদু' র চেয়ে কম কিছু না!

২০শে জুনের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পেরিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের এই বাংলা আজ এক গর্বের নাম। কিন্তু এত গর্বের পরেও, আমার অসাড় মনের গভীরে এক বিন্দু প্রশ্ন থেকে যায়—যদি এই রাজ্যের, এই দেশের সীমানাগুলো নিছকই এক অদৃশ্য, দুর্বল ও জীর্ণ কাঁটাতার হতো, যাকে মানুষের মনের চিন্তাও কখনো আলাদা করতে পারত না, তবে কেমন হতো? তবে কি কাঁটাতারের ওপার আর এপারের ভেদাভেদ ভুলে আমরা কেবলই 'মানুষ, পৃথিবীর মানুষ' বলে নিজেদের পরিচয় লাভ করতে পারতাম না? ইতিহাস ও ভূগোলের এই কঠিন সত্যকে মেনে নিয়েও বলা যায়, ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ এই পশ্চিমবঙ্গ। এই পবিত্র মাটির সন্তান হতে পেরে আমরা ধন্য। তাই তো যুগে যুগে প্রতিটি বাঙালি বুক ফুলিয়ে গেয়ে ওঠে—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

UMME SALEMA

দ্বন্দ্ব

এ কী দ্বন্দ্বে পড়েছি যে আমি
পারছি না যে বুঝতে,-
নিজের ভেতর যেন অন্য আমি
পারছি না যে ছুঁতে।
চাইছি না তবু করছি
আবার ভাবছি কেন করছি?
পাচ্ছি না কোনো উত্তরের দেখা—
আসছে শুধু অজস্র প্রশ্ন মেলা—
ভেতর-বাহিরের যুদ্ধে আমি ক্লান্ত—
ভালো না লাগার অসুখে আক্রান্ত—
তৈলাক্ত এ মনের মাঝে
হচ্ছে না কোনো ভাবনা স্থিত—
মন হতে সব যাচ্ছে পিছলে—
অস্থির হচ্ছে এ মন ততো—

লাগছে না কিছু ভালো,
সবই যেন এলোমেলো।
নিজেকেই যেন নিজেতে
মনে হচ্ছে আবদ্ধ,
চাইছি হতে মুক্ত।

করছি যা কিছু
লাগছে না তাতে মন,
হচ্ছে মনে, এ যেন এক
অলস দিনযাপন।
নিজে কী চাইছি,
তা যেন নিজেরই অজানা—
এ কী জীবন নাকি
গোলকধাঁধা?

~~নীলাঞ্জন ঘোষ

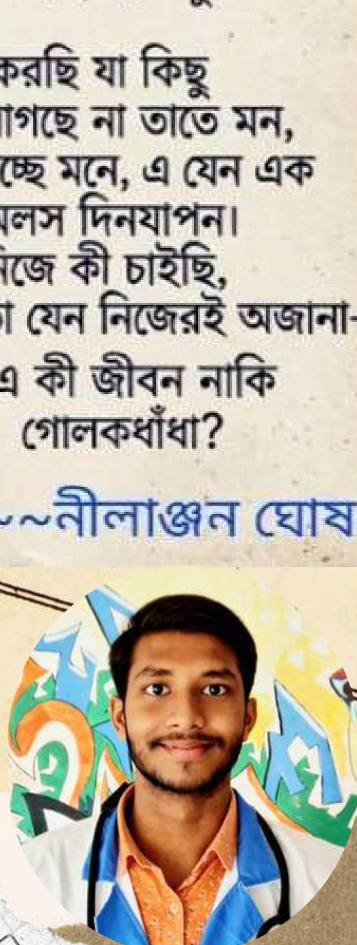

স্বপ্নের স্বর্গপুর — সূর্যজ্যোতি দাস, 16th Batch COMJNM

যদি বলো বাস্তব বড্ডোই কঠিন
আমি নেই তাতে;
চাই না হতে আমি কঠোর দুনিয়ার
যুক্তি আর বুদ্ধির দক্ষ কারিগর।
তোমাদের দেওয়া অবুঝের তকমায় ভালো আছি আমি —
নিজের বানানো গোপন কল্পনার এক স্বাধীন স্বর্গীয় নৈরাজ্যে।
তোমার বিশাল বাস্তবতার প্রাসাদ থাক এই দুনিয়াতে
চুক্তি আর শর্তের দলিল লেখবার দিনে
মোহ আর লোভে ঢাকা পাপের রাজ্য হেরে
বিবেকের জুয়াখেলার দিনে ত্যাজ্যপুত্র হব আমি।
যেখানে রাজার শৌখিনতা কেড়ে নেয় গরিবের রুজিরুটি,
বীর ক্ষত্রিয় মহাবীরের নির্দেশে মারা যায় পদাতিক ঢুলোঘুটি,
শস্ত্রের ঝনঝনানি থামিয়ে আমি হারব সেই লড়াই।

নেই যেখানে নরকযন্ত্রণার দুঃখ নিরপরাধের কপালে
নেই যেখানে সাধারণ মানুষের হতাশার চিৎকার;
রাজ্যাভিষেকের বাদ্যসুরের লহরীদের মাঝে
আসবে না ভেসে উলুখাগড়াদের পরিজনের হাহাকার,
প্রাসাদের গর্ভগৃহে চাপা পড়েনি শিশুদের শবদেহ —
সেইখানে সিংহাসনহীন মাটির এক কুটির বানাবো আমি
তাই আমার আকাশকুসুম ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ।
যেখানে মাধবীলতাদের তালে, পাখিদের কলতানে
বাজবে মিষ্টি প্রেমেদের সুর,
চুপকথা যেখানে রূপকথা হবে, যাপন হবে সুন্দর
সেই হবে আমার বানানো — স্বপ্নের স্বর্গপুর।।

SURYAJYOTI DAS

অভিলাষ

আমি , ধমকে রাখা শব্দের
ভাষা হতে চাই
আমি দমিয়ে রাখা কন্ঠের, আওয়াজ হতে চাই।
সেই কেটে যাওয়া জিভ , ভেঙে যাওয়া পাঁজরের
উত্তর হতে চাই !
সেই নগ্ন শরীরের চাদর হতে চাই।
ভয় পাওয়া মনের সাহস হতে চাই
হ্যাঁ ,আমি দমিয়ে রাখা কন্ঠের আওয়াজ হতে চাই।

চোখ থেকে ঝরে পড়া সেই রক্তের সাগরে
ওই পিশাচদের ডুবিয়ে মারতে চাই !
হ্যাঁ ,আমি দমিয়ে রাখা কন্ঠের
আওয়াজ হতে চাই ।

আমি বিষবায়ু হয়ে ,সেই মানুষ নামক অমানুষের
দম বন্ধ অবস্থা হতে চাই
আর সেই রাতের আটকে যাওয়া নিঃশ্বাসের রাস্তা হতে চাই।
কালো অন্ধকার রাতের আলো হতে চাই
সেই নিরস্ত্র মেয়ের ,অস্ত্র হতে চাই
অস্ত্রধারী দুর্গা, মা কালী কিংবা চন্ডী হতে চাই
আমি সেই বিজয়ীনির বেদনার সঙ্গী হতে চাই
সান্ত্বনা নয় , আমি সাহস হতে চাই।
হ্যাঁ ,আমি দমিয়ে রাখা শব্দের কণ্ঠস্বর হতে চাই।

অগ্নিকন্যার সব লজ্জা শুষে নিয়ে
সে লজ্জা মাখানো তীরের , ধনুক হতে চাই
মানুষের মুখোশ পরা সেই পশুকে
তীর বিদ্ধ করে, বধ করতে চাই !
হ্যাঁ আমি দমিয়ে রাখা শব্দের কণ্ঠস্বর হতে চাই।

UMME SALEMA

যে সমাজ ,ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিয়ে দিয়ে দেয়
সেই সমাজের সব অধর্মকে
দাবানল হয়ে ,জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চাই !
হ্যাঁ ,আমি দমিয়ে রাখা কন্ঠের আওয়াজ হতে চাই ।

কোনো রঙিন বাগানের স্নিগ্ধ গোলাপ
কিংবা , মন্ত্রমুগ্ধ করা পূর্ণিমার চাঁদ নয়
আমি ,অপরাজিতা হতে চাই !
হ্যাঁ , আমি দমিয়ে রাখা কন্ঠের
আওয়াজ হতে চাই।।

না, আমি লুজার নই

জানো মা, আজ রাস্তায় র‍্যালি বেরিয়েছে
আমাদের কোচিং থেকে নাকি ফার্স্ট হয়েছে।
একটা বড় বিল্ডিং এর ছোট অন্ধকার ঘরে বসে
নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে।
তোমার দেখা স্বপ্ন আমি পূরণ করতে পারিনি মা।
আমি নিটে চান্স পাইনি,
কিন্তু পরিশ্রমে এইটুকু পরিমাণ ঘাটতি রাখিনি মা।
তুমি কি জানো? বায়োলজি বইয়ের প্রতিটি লাইন তোমায়
সাক্ষী দেবে যে পরিশ্রমে আমি কোনরকম ত্রুটি রাখিনি।
ওই টেবিলের কোণে পড়ে থাকা এমারজেন্সী লাইটটাও
বলে দেবে তোমায় কত রাত আমি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।
ফিজিক্সের প্রত্যেকটা নিউমেরিকাল আজ নিঃশব্দ, কারণ
আমার সাফল্য আজ আওয়াজ করতে পারেনি।
কেমিস্ট্রি বইগুলো আজ আমায় বলছে যে,
তুই লুজার নস, কিন্তু
দুনিয়ার কাছে আমি তো লুজার, সমাজের কাছে বোঝা।
মা, আমি কি সত্যিই ও লুজার?
আমার সেই রাতজাগাগুলো কি বৃথা?
আমি চাই দুনিয়া পরিশ্রমটাকেও সাফল্যের সমমর্যাদা দিক,
প্রতিটা লড়াই, রাতজাগাগুলো উদযাপন করুক।
তোমায় কথা দিলাম মা, আমি এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হতে পারি;
কিন্তু জীবনে ব্যর্থ হবনা, কারণ
আমি রাত জাগতে জানি, পরিশ্রম করতে জানি।
দুনিয়াকে প্রমাণ করে দেখাবো যে, আমিও লড়াই করতে জানি,
না, আমি লুজার নই।

SYED INJAMAMUL HAQUE

By DINESH CHANDRA PAUL

বেকারত্ব কি?

বেকারত্ব কি?
জানো কি তুমি?
সামাজিক ব্যাধি,
স্বপ্নের আকাশে
উড়াবে ঘুড়ি।
অর্থের অবক্ষয়,
স্বপ্নের অকাল মৃত্যু,
ইচ্ছাগুলোর দাফন।
অভাব, অনটনকে সঙ্গী করে
মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে,
নিম্ন বিত্ত ছেলেটা,
অর্জন করেছিল ডিগ্রী,
বিষাদের দিন শেষ হবে
পকেট ছাড়া পড়ে শার্ট,
মানুষ ভাবে শ্রী
পকেট নিয়ে করবে কি,
ছিঁড়ে গেছে স্বপ্নের ঘুড়ি।
ছেলে আমার চাকরি পাবে,
শুকাবে চোখের জল,
অভাব থালার শুষ্কতা দূর হবে
পড়বে অন্নের দল।
বাড়িতে বসে বেকার ছেলে,
কত না স্বপ্ন বুনে,
বৃথা আজ সব,
বেকারত্বের দেয়ালে।
জ্যান্ত আছো আজ ও তুমি
বুড়ো কঙ্কাল খেয়ে,
বাবা তোমার খাটের ঘরে,
জীবিকা বহন করে।

SEFAUL ISLAM

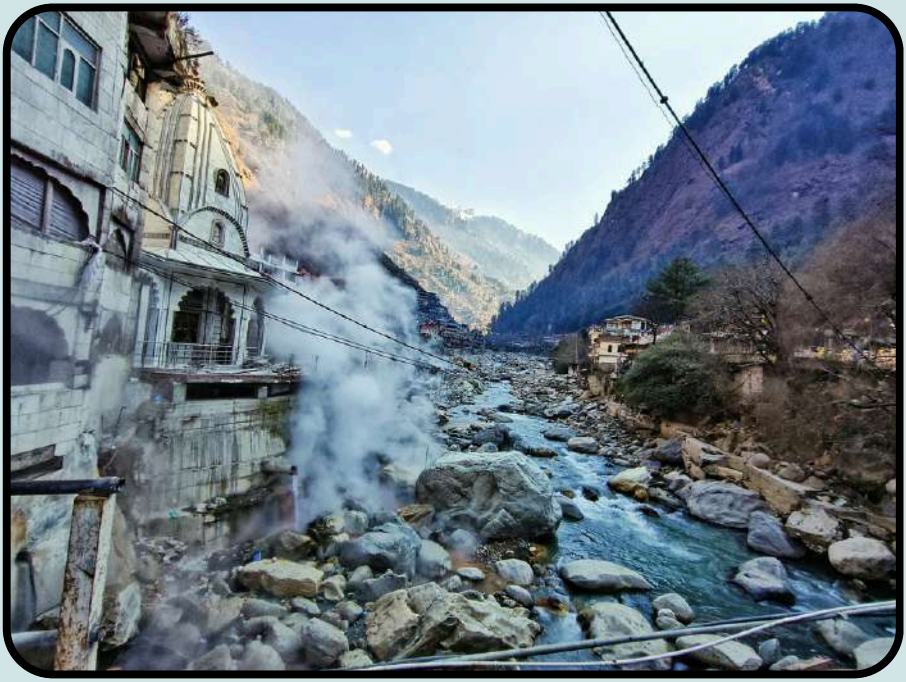

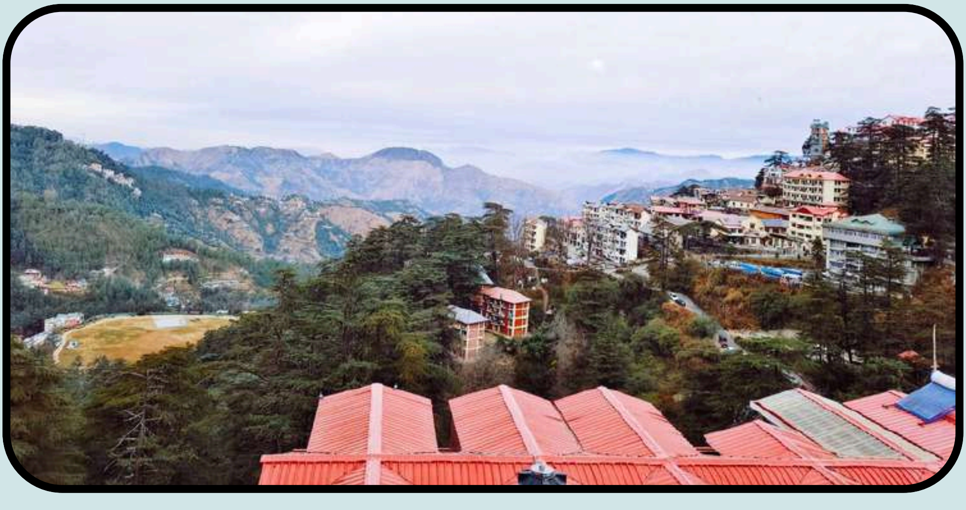

SUBHRADIP BASU